Theories of the Modern State

:: Bentham's Political Theory::

জেরেমি বেন্থাম উপযোগিতার দৃষ্টি কোন থেকে রাষ্ট্রকে বিচার করে বলেন যে রাষ্ট্রকে সত্যকার আদর্শ হচ্ছে অধিকতম সংখ্যাকে হিতসাধন । রাস্ট্র ভালো কি মন্দ তা বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে এটাই অর্থাৎ রাষ্ট্রের বহু সংখ্যক মানুষের হিতসাধন এর ক্ষমতা। টমাস হবস -এর ব্যক্তি ধারনাকে তিনি মেনে নেন কিন্তু হবস রাষ্ট্রকে যে দানবের শক্তিতে ভূষিত করতে চেয়েছেন বেন্থাম তা চাননি। বেন্থাম এর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করবে না , ব্যক্তিকে সাহায্য করবে তার সুখ প্রাপ্তিতে । প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সুখ ও সুবিধা কি তা ভালোই জানে । সুখের সন্ধানে ব্যক্তি যখন নিজেকে নিয়োজিত করে তখন ব্যক্তির কাজে রাষ্ট্র বা তার আইন যেন কখনোই বাধা হয়ে না দাঁড়ায় । বেন্থাম এর কাছে রাষ্ট্রের কার্যাবলী নেতিবাচক। রাস্ট্র লক্ষ্য নয়, মানুষের জীবনকে সুখী করার এক পন্থা মাত্র। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তির সুখের পথের কাঁটা কে সরিয়ে দেওয়া। রাষ্ট্র যেন যন্ত্র , ব্যাক্তি যন্ত্রী। তার স্বার্থেই তার কাজে লাগবে বলেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রতত্ত্বে বেন্থামের পরিচয় উদার রাষ্ট্রের প্রবক্তা হিসেবে । উদার রাষ্ট্র এই অর্থেই যে ব্যক্তির প্রতি এর ব্যবহার হবে উদার। ব্যক্তিকে সুখ পেতে সাহায্য করা , ব্যক্তির জন্য সুখের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং ব্যক্তি স্বার্থ সুরক্ষিত করাই রাষ্ট্রের কাজ ।

বেন্থাম রাষ্ট্রের সৃষ্টির ব্যাপারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ কে মানতে রাজি ছিলেন না। বেন্থাম মনে করেন অতীত কখনো আমাদের বর্তমানে আলো দেখায় না। রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চুক্তি বা জনগণের সম্মতির ফল নয় । চুক্তি মানুষকে রাষ্ট্রের কাছে অনুগত করেছে একথা ঠিক নয় । বর্তমানের স্বার্থ বা উপযোগের কথা মনে রেখেই রাষ্ট্রের অনুগত । রাষ্ট্রকে মান্য করার সুবিধা অমান্য করার অসুবিধার চেয়ে

বেশি , এটা হিসেব করেই মানুষ রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে । বেন্থাম এর কোথায় – " habit born of utility, and not contract is the basis of the state " .

এর অর্থ এই নয় যে বেন্থাম রাষ্ট্রকে সার্বভৌমত্বের অধিকার দেননি । তার মতে রাষ্ট্র সার্বভৌম এর ক্ষমতা ও অসীম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বাধা জনসাধারণের বিরোধিতার অধিকার । তার মতে রাষ্ট্র যদি ভুল করে অন্যায় করে এবং জনসাধারণ যদি বোঝে রাষ্ট্রের ন্যায়ের এর চেয়ে অন্যায় বেশি তবে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরোধীতার নৈতিক অধিকার জনগণের আছে ।

রাষ্ট্র থেকেই আইনের প্রশ্নে আসেন বেন্থাম । বেন্থাম বার্কের মতো বা ব্ল্যাকস্টোন এর মতো প্রচলিত ব্রিটিশ শাসন ও আইনি ব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন না । প্রচলিত ইংরেজ আইন ও বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার চেয়েছিলেন তিনি । আইন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ জেরেমি বেন্থাম যা কিছু প্রাচীন গল্পগাঁথা আনুষ্ঠানিকতা তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছেন । প্রাচীন এর প্রতি কোন শ্রদ্ধা তার ছিল না । ডানিং লিখেছেন– " Among the venerable principles and practices of conservative England's Law and politics he become a veritable bull in a China shop ". ঐতিহ্য আইন প্রণেতাদের মহান কীর্তিকলাপের মহিমায় মোহিত, তখন বেন্থাম বলেন কোনো প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্য বা কোন মানুষের কীর্তি কখনোই বড় হতে পারে না । তার কথায় , " The Law of today mast be shaped by the legislator of today in accordance with the needs of today". অর্থাৎ বেন্থাম বলতে চান গতকাল দিয়ে আজকের বিচার হবে না, আজকের ঘটনা বা প্রয়োজনকে সামনে রেখেই চলবেন আজকের আইনবিদেরা এবং এক্ষেত্রে প্রধান নির্ধারক হল বহু লোকের বেশি করে উপকার । এই উপকারের ক্ষেত্রে আইনের অবদান কি সেটা দিয়েই বিচার হবে আইনের যৌক্তিকতা । অতীত

আইনকে বয়স্ক ও রহস্যময় বলে প্রত্যাখ্যান করে বেন্থাম উপযোগিতার নীতি দিয়ে বিচার করেন আইনকে । বেন্থামের আইনের তত্ত্বে প্রশংসা পায় আমেরিকা , ফ্রান্স , স্পেন ও পর্তুগালের লিপিবদ্ধ আইন ব্যবস্থা । ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার বিপ্লবের বছরে লিখিত 'Fragment on Government' বইতে আইন ও আইন প্রণয়নের বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি উপস্থিত করেন তা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ । ব্ল্যাকস্টোন এর 'Commentaries on the Law of England' বইটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় বেন্থামের এই পুস্তকে ।

আইন বিষয়ে বেন্থামের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হল :

১. আইন-আদেশের আকারে ইচ্ছার এক প্রকাশ । রাজনৈতিক সমাজে সেটাই আইন যা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ন্যস্ত হয় এবং যার পেছনে সমাজের সদস্যদের অভ্যাসগত আনুগত্য আছে । আইন তৈরি করা এই কর্তৃপক্ষের কাজ । এই কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম।

২. স্বাভাবিক আইন বলে কিছু নেই । প্রকৃতি যুক্তিবোধ বা নৈতিকতা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নয় , কারণ তারা আইন তৈরি করে না । ঈশ্বর বা মানুষ কোন একজন আইনের সৃষ্টি কর্তা কারণ এদের মধ্যে রয়েছে ইচ্ছা প্রকাশ। ঐশ্বরিক আইন বা মানবিক আইনই বোধগম্য প্রাকৃতিক আইন বা যুক্তিবোধের আইন অর্থহীন ও ভ্রান্ত । যেহেতু ঐশ্বরিক আইনও নিশ্চিতভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না মানবিক ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাজের চরম কর্তৃপক্ষ ।

৩. সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ ও আইনের সীমা হলো জনসাধারণের বিরোধিতা বিরোধিতা বিচার্য কর্তৃপক্ষ ও আইনের ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে । আইনের ন্যায়-অন্যায় বিবেচ্য ব্যক্তির সুখবিধানে তা কতটা উপযোগী তার মানদণ্ডে ।

৪. উপযোগিতার নীতিকে বিঘ্নিত করে রাষ্ট্রীয় আইন দন্ড বিধানের ব্যবস্থা করবেনা । দুঃখ দেওয়া দণ্ডদানের লক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত দণ্ডবিধান সামাজিক সুখের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ।

ইংল্যান্ডের সংবিধানের প্রতি বেন্থামের অভিযোগ প্রচুর । এই সংবিধান লিপিবদ্ধ নয় ; এই সংবিধান ঐতিহ্য-তাড়িত, বাস্তবতার চেয়ে এখানে

আবেগের স্থান বেশি । সংবিধান স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত একথাও ঠিক নয় । সার্বভৌম কে সীমিত করার যে ব্যবস্থা সংবিধানে আছে সেটাও ঠিক নয় । সুতরাং এই শাসন ব্যবস্থার বা সংবিধানের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ; এক্ষেত্রে বেন্থামের সুপারিশ গুলি হল –

প্রথমত :- সংবিধান কে লিখিত , সহজ ও সরল করা দরকার ।

দ্বিতীয়ত :- পুরুষদের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকা দরকার । নির্দিষ্ট পরিমান কর দেয় , নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘকাল ধরে থাকে এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত ।

তৃতীয়ত :- বছরে একবার পার্লামেন্ট বসবে । প্রকাশ্য অধিবেশনই ভালো । পার্লামেন্ট হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট ।

চতুর্থত :- আইনসভার কমিটি , কমিশন , আইন মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি ও এদের হাতে অধিক ক্ষমতা দান ।

পঞ্চমত :- নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বৈষম্য থাকবে ।

ষষ্ঠত :- প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা । লর্ড সভা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো প্রয়োজন ।

সপ্তমত :- সার্বজনীন সমান গোপন ব্যালট ও প্রতিবছর নির্বাচন ব্যবস্থা ।

অষ্টমত :- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে ।

নবমত :- জনশিক্ষা জনস্বাস্থ্য জনকৃত্যক প্রভৃতি আইনগত সংস্কার একান্ত বাঞ্ছনীয় । নিঃস্ব , দরিদ্র সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ , অবৈধ সুদের কারবার বন্ধ , গরীব ও দুস্থদের জন্য ব্যাংক প্রভৃতির সংস্কারের সুপারিশ করেছেন জেরেমি বেন্থাম ।

আইনের সংস্কার প্রসঙ্গে বেন্থাম বলেন যে –

১. সমস্ত ভালো আইনেরই লক্ষ্য হল জনসাধারণের হিতসাধন করা ।

২. সেই আইনই ভালো , যা মানুষকে নিরাপত্তা দেয় , বাঁচার সুবিধা দেয় , প্রাচুর্য দেয় এবং সমান অধিকার দেয় ।

৩. আইনের প্রতি আনুগত্য ই আইন কে স্থায়িত্ব দেবে , যোগ্য করে তুলবে , ব্যক্তির সুখ ও সমাজের সুখ বর্ধনে আইনকে সাহায্য করবে । যেখানে আইনের প্রতি আনুগত্য নেই , শ্রদ্ধা নেই, সেখানেই বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা অনিবার্য ।
৪. জনগণের কাছে আইনের উদ্দেশ্য সহজ ও সরল ভাবে উপস্থিত করায় কাম্য ।

বেন্থাম শুধু আইনগত সংস্কারের কথায় ভাবেননি, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার সমস্যা ও তার সংস্কার সাধনের কথাও বলেছেন । বিচারকেরা বিচারকার্যের ক্ষেত্রে যে বিলম্ব করেন বা লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেন বা শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে যে অসম নীতির প্রয়োগ করেন তার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বিচারকদের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও ছিল না। সম্ভবত অগণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতেই তিনি চেয়েছিলেন জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন হোক । অনেক বিচারকের দায়িত্বহীন বিচারকার্যের চেয়ে একজন বিচারকের যোগ্য ও দায়িত্বপূর্ণ বিচার অনেক কার্যকরী – এই ছিল তার বিশ্বাস । বিচারকের দায়িত্ব বহু বিচারকের উপস্থিতিতে কমে যায় বলেই তার বিশ্বাস, কারণ এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব পালন না করে তা অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চায় । বেন্থাম সরকারি অভিযোগ তার ব্যবস্থা সুপারিশ করেছিলেন ।

পার্লামেন্টের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বন্দীদের ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও বেন্থামের সুপারিশ ছিল একাধিক ।

যেমন –

১. অপরাধ নিবারণই শাস্তির লক্ষ্য । যদি দেখা যায় জনস্বার্থেই বা সমাজের প্রয়োজন এই অপরাধের শাস্তি বিধান জরুরি তবেই শাস্তির গুরুত্ব আছে ।
২. চরম শাস্তি বাঞ্ছনীয় নয় । তবে এক্ষেত্রে ওন উপযোগ প্রধান বিচার্য বিষয়।
৩. নেওয়া শাস্তি দানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, অপরাধীর অপরাধ নিবারণে সাহায্য করা, তাকে সংস্কার করাই শাস্তির লক্ষ্য হবে ।
৪. জেরেমি বেন্থাম 'Panopticon' প্রকল্পের মাধ্যমেঅপরাধীদের শিক্ষিত করার এক ব্যবস্থার কথা বলেন। এই ব্যবস্থা অপরাধীকে নতুন বুদ্ধি গ্রহণ করার , দায়িত্বশীল হবার ও সুনাগরিক হবার শিক্ষা দেবে ।

সরকার বলতে তিনি প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের কথায় প্রধানত বুঝেছেন । ব্যক্তির উপযোগের মাপকাঠিতে এটিই শ্রেষ্ঠ সরকার । বেন্থাম অবশ্য আলেকজান্ডার পোপ এর মতই বলতে চান সরকার নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, আসলে সরকার ব্যক্তির সুখ জনকল্যাণ বিধানে সাহায্য করে কিনা, সু পরিচালিত হয় কিনা, দুর্নীতিমুক্ত কিনা, সংস্কারমুখী কিনা এটাই বড় কথা । বেন্থাম মনে করেন, গণতান্ত্রিক শাসনের পরিচয় ব্যক্তির সুখ প্রাপ্তিতে সহায়ক কিনা বা কতটা সহায়ক। ব্যক্তির সুখ ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করায় গণতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্য ।

সবশেষে বেন্থামের শিক্ষাতথ্য ও আর্থিক চিন্তা ভাবনার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বেন্থামের উদার ভাবনার বিকাশে এই দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যক্তির সুখ সমাজের হিতসাধন বেন্থামের উদার রাষ্ট্রতত্ত্ব যার উপর দাঁড়িয়ে আছে তার বিকাশে তার শিক্ষা চেতনা ও অর্থনীতিকে ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। বেন্থাম মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষের সুখের সন্ধানে এবং মানবিকতার বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অসামান্য। বেন্থাম একদিকে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন এবং অন্যদিকে অপরাধীদের সংস্কার করার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য একটি শিক্ষা শিক্ষন প্রণালী চালু করতে বলেছেন । দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। শিক্ষার উদ্যোগে সব শ্রেণীর জন্য শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এবং নিঃস্ব দরিদ্র মানুষও এথেকে বঞ্চিত হবে না । নিঃস্ব দরিদ্র অভিভাবকহীন শিশুর অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে বেন্থাম বলেছেন রাষ্ট্রকেই এদের দায়িত্ব নিতে হবে , অভিভাবকের কাজ করতে হবে।

অধ্যাপক ডয়েল বলেছেন যে – " Jeremy Bentham stood out as the the dominating political philosopher of the radical reform group. He did not Seek like Rousseau to escape from grim actualities into mysticism. He approached his problem in the spirit of a scientist firmly convinced that the wrongs of the people were commensurable , that

there happiness could be assured when once its measurement were ascertained".

জেরেমি বেন্থাম এর প্রধান পরিচয় তিনি উদারনীতির রাজনৈতিক ব্যাখ্যাকার একথা মেনে নিয়েও বলা যায় তিনি অর্থনৈতিক উদারবাদেরও একজন প্রবক্তা । Adam Smith এর চিন্তায় লালিত হয়ে তিনি অবাধ বাণিজ্য কে সমর্থন করেছেন । সীমাহীন প্রতিযোগিতাকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং নিন্দা করেছেন সব রকমের একচেটিয়া কারবার কে । কলোনি বানিয়ে তাদের সম্পদ শুষে নিয়ে নিজের দেশের বাণিজ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতা কে তিনি কখনোই পছন্দ করেননি। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশে দেশে বৈষম্য হোক , দেওয়া-নেওয়ার সাধারণ নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা তিনি চাননি । ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কানাডার হয়ে একটি আবেদনপত্র খসড়া রচনা করেছিলেন সে দেশের স্বাধীনতা চেয়ে। পরবর্তীকালে অবশ্য কলোনি গুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকুক কিন্তু তারা সাম্রাজ্যের অধীনে থাকুক এটা তিনি ছিলেন। বেন্থাম সম্পত্তির অধিকার কে মানুষের সুখ বৃদ্ধিরই হাতিয়ার হিসাবে ভেবেছেন এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনধিকার প্রবেশ কে নিন্দা করেছেন। যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে রাষ্ট্র ব্যক্তির সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে না - এটা ছিল তার অভিমত। 'Defence of usury' (1787) গ্রন্থেই বেন্থাম প্রধানত তার আর্থিক চিন্তা কে প্রতিষ্ঠা করেন ।

:: প্রশ্নাবলী::

১. জেরেমি বেন্থাম রাষ্ট্র সম্পর্কে কি বলতে চেয়েছেন ?

২. বেন্থামের মতে আইন কেমন হওয়া উচিত ?

৩. সংবিধান সম্পর্কে বেন্থামের ধারণা কি ছিল ?

৪. গণতন্ত্র সম্পর্কে বেন্থাম কি বুঝিয়েছেন ?

৫. ব্যাক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে বেন্থামের বক্তব্য নিরূপণ করো।